বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৩/২০১৪

জনাব মোঃ আবদুল লতিফ নেজামী ফরিয়াদী
চেয়ারম্যান,
ইসলামী ঐক্যজোট,
৫৭, কাজী রিয়াজউদ্দিন রোড (লালবাগ),
ঢাকা-১২১১।

বনাম

১। জনাব আবু বকর চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রতিপক্ষ
২। জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, প্রকাশক
৩। জনাব ছলিম উল্লাহ মেসবাহ, প্রতিবেদক
দৈনিক মানবকণ্ঠ, হাউজ- ১/এ, রোড-১৩৮,
গুলশান- ১, ঢাকা-১২১২।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষের পক্ষে ঃ জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, এডভোকেট।
শুনানীর তারিখ ঃ ১২/০১/২০১৬ইং ও ১১/০২/২০১৬ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ০৩/০৩/২০১৬ইং।

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করে বলেন যে, দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকার ১৮/১০/২০১৪ইং তারিখের সংখ্যায় "২০ দলীয় জোটে নাম থাকলেও মাঠে নেই ইসলামী ঐক্যজোট" শিরোনামের প্রতিবেদন-এর মাধ্যমে আপত্তিকর, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের জনসমক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্লাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য পরিবেশন করে দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দৈনিক মানবকণ্ঠে ইসলামী ঐক্যজোট সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও সৎ সাংবাদিকতার পরিপন্থী। প্রতিবেদনটি সাংবাদিকদের জন্যে ১৯৯৩ সালে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ও ১৯৯৯ সালে বলবৎ আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের বিরুদ্ধে বল্গাহীন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অবমাননাকর ও অশোভন তথ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা প্রয়োজন। কারণ আমরা পত্রিকাটির বস্তুনিষ্ঠতাহীন সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে শংকিত ও সংক্ষুব্ধ। ইসলামী ঐক্যজোট সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও পরিণতির ব্যাপারে হুশিয়ার থেকে মানহানিকর তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্যে দায়ী দৈনিক মানবকণ্ঠের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

চলমান পাতা ০২

২০ দলীয় জোটে নাম থাকলেও মাঠে নেই ইসলামী ঐক্যজোট' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের অভিসারী ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে হাসানাত আমিনী ও মুফতি ফয়জুল্লাহ মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে ২০-দলের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে, আর সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগার অভিযোগ সত্যের অপলাপ মাত্র। ইসলামী ঐক্যজোটের দুই নেতা সরকারের কার সাথে, কখন কিভাবে আঁতাত করেছেন, মোটা অঙ্কের টাকাইবা কার কাছ থেকে কখন কিভাবে আনলেন, তার কোন বিবরণ প্রতিবেদনে নেই। ২০-দলের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালানো, আর সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগার কোন প্রমানও দেয়া হয়নি প্রতিবেদনে। ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আদর্শের পতাকাকে ভুলণ্ঠিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসলামী ঐক্যজোটকে ভাগিয়ে আনতে মন্ত্রিত্বের টোপ দেয়া হয়, পাশাপাশি মোটা অঙ্কের প্রলোভন দেয়া হয়। কথামতো রাজি হন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আবদুল লতিফ নেজামী, মহাসচিব মুফতি ফয়জুল্লাহ ও ভাইস চেয়ারম্যান হাসানাত আমিনি। মন্ত্রিত্বের জন্যে ৪ জনের একটি তালিকা জমা দেয়া প্রভৃতি আজগুবি যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর মাত্র।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী নিবেদন করে প্রকাশিত প্রতিবেদন তাহার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষ করে

সম্প্রতি ফরিয়াদীর (ইসলামী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান লতিফ নেজামীর) আর্থিক অবস্থার উন্নতি, অফিস ভাড়া পরিশোধে অক্ষমতা ও তাহার ছেলে ওবায়দুল হকের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের লেনদেন ইত্যাদি। সম্প্রতি ফরিয়াদী আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিভাবে হলো, তার কোনো নজির দেখাতে পারেনি প্রতিবেদক। তাহার ছেলের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে বিশাল অঙ্কের লেনদেনের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে প্রতিবেদনে। অথচ প্রতিবেদক কথিত ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম উল্লেখ করতে পারেনি। এধরনের বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস-চেয়ারম্যান হাসানাত আমিনি ও মহাসচিব মুফতি ফয়জুল্লাহর বিরুদ্ধে সরকারি ও বিরোধী দলের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করার অভিযোগও মিথ্যা। কিন্তু প্রতিবেদনে তার কোন নজির দেখাতে পারেনি প্রতিবেদক। ইসলামী ঐক্যজোটের পরিচ্ছন্ন নেতাদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করাই এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য। ৫ জানুয়ারী নির্বাচনের আগে পড়ে সরকারের সঙ্গে ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের বহুবার বৈঠক ও কথামতো মন্ত্রিপরিষদে যোগদানের জন্যে ৯ ফেব্রুয়ারী সরকারি উপদেষ্টার অফিসে যাওয়ার অভিযোগটিরও কোনো সত্যতা নেই। এর মাধ্যমে পত্রিকাটি হঠকারি সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফয়জুল্লাহ ও ভাইস চেয়ারম্যান হাসানাত আমিনিকে ২০-দলীয় জোটের সমমনা দলকে ভাগিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া এবং মুফতি ফয়জুল্লাহর বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়া ও সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে আশ্বস্ত করার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। জনগণকে বিভ্রান্ত করাই এই চটকদার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল, ইসলামী ঐক্যজোট নেতাদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে অভিযোগ আনা হলেও কোন সুনির্দিষ্ট নজির বা প্রমাণের উল্লেখ করা হয়নি।

এধরনের খবর পরিবেশন সুস্থ, বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিপন্থী।

প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৯৩ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৯ সালে বলবৎ সাংবাদিকদের আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। কিন্তু সম্পাদক প্রতিবাদ আংশিক/বিকৃত আকারে/আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। তাই ফরিয়াদী বিচারপ্রার্থী।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ফরিয়াদীর দায়েরকৃত নালিশী দরখাস্তের ১-৪নং পাতার বিভিন্ন দফা-উপদফায় লিখিত বিভিন্ন বক্তব্য, দাবী ও কথিত অভিযোগের বর্ণনা অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, অসংগতিপূর্ণ ও বোধগম্যহীন।

চলমান পাতা ০৩

উক্ত দরখাস্তের বিভিন্ন স্থানে একই বক্তব্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখের মাধ্যমে ফরিয়াদী ইচ্ছাকৃতভাবে সংশ্লিষ্ট সংবাদে পরিবেশিত কতেক তথ্য উল্লেখ না করে এবং কতেক তথ্য অপব্যাখ্যা করে বা ভুল বুঝিয়ে কিংবা পরিবেশিত সংবাদ সম্পর্কে ধুম্রজাল বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও দলীয় ইমেজ পুণরুদ্ধারের বিশেষ উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পনায় প্রতিপক্ষ ও প্রতিপক্ষের পত্রিকার বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মনগড়া অভিযোগে সূত্রস্থ নালিশী দরখাস্ত দায়ের করায় সংশ্লিষ্ট "প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট' এর বিধানাধীনে উহা খারিজ ও নামঞ্জুরযোগ্য। বহুবছর থেকে দেশে চলমান জোট-রাজনীতির বাস্তবতায় বিদ্যমান সময়ে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও কর্মকান্ডে বিভিন্ন জোট ও জোটভুক্ত সংগঠন সমূহের ভুমিকা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সচেতন নাগরিক ও পাঠক সমাজের প্রবল আগ্রহ এবং কৌতুহল রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত যথাযথ যত্নসহকারে দল-নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাইপূর্বক স্বাধীন সংবাদ প্রকাশের সকল নীতিমালা অনুসরণ করেই সূত্রস্থ নালিশী দরখাস্তের প্রসঙ্গোক্ত সংবাদ প্রতিবেদনটি ০৩নং প্রতিপক্ষ-প্রতিবেদক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং ০১নং প্রতিপক্ষ-সম্পাদকের দায়িত্বে ০২নং প্রতিপক্ষ প্রকাশক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বীকৃত মতে ফরিয়াদী কিংবা তাহাদের সংগঠন বা দলীয় আদর্শের প্রতি প্রতিপক্ষগণ এর কাহারো কোন প্রকার দ্বেষ-বিদ্বেষ, হিংসা বা নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব কিংবা প্রতিযোগিতা নাই বা থাকার কোন কারণও কখনো উদ্ভব হয়নি। প্রতিপক্ষ নীতিগতভাবে সংবাদপত্রের দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতা, সংবাদকর্মীর সততা ও নীতি-নৈতিকতা এবং নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। একই বিশ্বাস ও চেতনায় অবিচল থেকেই প্রতিপক্ষ সমাজে চলমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঘটনাপুঞ্জির জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করে আসছে। একই ধারাবাহিকতায় সূত্রস্থ মামলার নালিশী দরখাস্তের প্রসঙ্গোক্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সূত্রস্থ মামলায় আনীত অভিযোগ খারিজ ও না-মঞ্জুরের বিহীত আদেশ দান করা আবশ্যক। সূত্রস্থ মামলায় বর্ণিত ও কথিতমতে উক্ত সংবাদ প্রতিবেদনে ফরিয়াদীগণকে জনসমক্ষে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্ল্যাকমেইল করা কিংবা, তাহাদের দলীয় নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা বা পরিবেশিত সংবাদ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার বা তাহাদের পাঠানো 'প্রতিবাদ' গুরুত্বহীনভাবে ছাপানোর অভিযোগসহ অন্যান্য অভিযোগ প্রসঙ্গে বিগত ১৮/১০/২০১৪ইং তারিখের সংশ্লিষ্ট "সংবাদ প্রতিবেদন" ও বিগত ১৯/১০/২০১৪ইং তারিখের "প্রতিবাদ" এর প্রতি মাননীয় বিচারকমন্ডলীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নিবেদন করে যে, উক্ত সংবাদ প্রতিবেদনে পরিবেশিত তথ্য-উপাত্ত সমূহের উৎস এবং কিভাবে কাহাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সংবাদের বর্ণনায় অত্যন্ত সততার সহিত উল্লেখ করা হয়েছে। উহাতে ফরিয়াদীর দলীয় কয়েকজন নেতা-কর্মী, ২০ দলীয় জোটের শরিক কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের শীর্ষনেতা, বেনামী চিঠি, নাম-প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রভাবশালী জোট নেতাসহ অন্যান্যগণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্তরূপে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যাচাইপূর্বক সংবাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। অভিযোগে উল্লেখিত মতে উক্ত সংবাদ প্রতিবেদন কোনরূপ 'গুজব' নির্ভর নহে, যথাযথ উৎস ও তথ্য-উপাত্ত নির্ভর বটে। উক্ত সংবাদ প্রতিবেদনটি 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল' প্রণীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও আচরণ বিধি মোতাবেক প্রকাশ ও প্রচারিত হয়েছে।

প্রতিপক্ষের প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে পরিবেশিত একই তথ্যাদির কতেক বিষয় পূর্বাপর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছে যাহা সচেতন পাঠক সমাজ অবহিত আছেন। পরিবেশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংগঠন-'ইসলামী ঐক্যজোট' কর্তৃক প্রেরিত 'প্রতিবাদ' এর প্রয়োজনীয় বক্তব্য যথাযথভাবে পরবর্তী দিনই অর্থাৎ ১৯/১০/২০১৪ইং তারিখে যত্ন সহকারে পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত 'নীতিমালা ও আচরণ বিধি' যথাযথভাবে অনুসরণক্রমে প্রসঙ্গোক্ত 'সংবাদ প্রতিবেদন' টি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। ফরিয়াদী কিংবা তাহার দলীয় নেতৃবৃন্দ বা তাহার সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা, মর্যাদাহানী করা কিংবা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা বা তাহাদের ক্ষতি করার কোনরূপ ইচ্ছা বা মানসিকতায় উক্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। তথাপি উক্ত 'সংবাদ প্রতিবেদন' এর গঠন, উপস্থাপনা, পরিবেশনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অসাবধানতাবশতঃ কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের কারণে ফরিয়াদী, তাহার সংগঠন, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বা অন্যকাহারো মনোঃপীড়ার কারণ হলে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পরিশেষে, প্রতিপক্ষ নালিশী দরখাস্ত খারিজের জন্য প্রার্থনা করে।

চলমান পাতা ০৪

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

বিষয়ঃ ১৮/১০/২০১৪ইং তারিখে দৈনিক মানবকণ্ঠে প্রকাশিত '২০ দলীয় জোটে নামে থাকলেও মাঠে নেই ইসলামী ঐক্যজোট' শীর্ষ প্রতিবেদন প্রকাশের বিরুদ্ধে তাহার দায়েরকৃত ৩০/১০/২০১৪ইং তারিখের অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিপক্ষের ৩১/১২/২০১৫ইং তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে উল্লেখ করে যে, ফরিয়াদী তাঁর আর্জির আলোকে প্রতিউত্তর দাখিল করেছে এবং প্রতিপক্ষের জবাব খন্ডন করার চেষ্টা করেছে। প্রতিউত্তরে আরও বলেন যে, প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত নীতিমালা ও আচরণবিধি মোতাবেক প্রকাশ ও প্রচার করা হয়নি। 'সংবাদ প্রতিবেদন গঠন, উপস্থাপনা, পরিবেশনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অসাবধানতা কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের কারণে ফরিয়াদী, তাহার সংগঠন, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বা অন্য কারো মনঃপীড়ার কারণ হলে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা প্রতিপক্ষের প্রদত্ত দায়সারা গোছের জবাব থেকে প্রমানীত হয়েছে বলে ফরিয়াদী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কারণ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জোট নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা হলেও এর সমর্থনে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হাজির করতে প্রতিপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই মানহানিকর তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশের দায় আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত মামলা খারিজের দরখাস্তখানা উপস্থাপন করা হলো। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ এডভোকেট আর্জি খারিজের দরখাস্তখানা বিচারিক কমিটিকে পড়ে শুনান এবং নিবেদন করেন যে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপিখানা ১৯/১০/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ পরের দিন মানবকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ এবং প্রচার করে এবং প্রতিপক্ষের জবাবে সুস্পষ্টভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে, তাই ফরিয়াদীর অভিযোগের কারণ প্রশমিত হয়েছে, ফলে মূল আর্জি খারিজযোগ্য। তদোপরি ফরিয়াদী স্বীকৃতমতে ২০ দল থেকে পদত্যাগ করার মামলার কারণ/হেতু বারিত হয়ে গেছে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে মূল মামলা খারিজ করা প্রয়োজন।

অপর পক্ষে ফরিয়াদী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রতিপক্ষের দরখাস্ত রক্ষণীয় নয় মর্মে নিবেদন করে বলেন যে, মামলার কারণ উদ্ভব হয়েছে ১৮/১০/২০১৪ সুতরাং পরবর্তীতে ২০ দল ত্যাগ করার সাথে মোকদ্দমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, কাজেই দরখাস্তটি খারিজ করা প্রয়োজন। তিনি আরও নিবেদন করে যে, মূল প্রতিবেদনে সাংবাদিকতার রীতিনীতি ভঙ্গ করে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বড় অংকের টাকা লেনদেনের কথা বলেছে, এতে দুঃখ প্রকাশ করলেও তাঁর অভিযোগের বিষয় প্রশমিত হয়নি। তাই, বর্তমান দরখাস্ত খারিজ করা আইনতঃ আবশ্যক। তিনি মূল মোকদ্দমা শুনানী করার জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের আর্জি খারিজের দরখাস্ত এবং ফরিয়াদীর লিখিত আপত্তি দেখা গেল।

প্রতিপক্ষগণের বিজ্ঞ এডভোকেট এবং ফরিয়াদীকে শুনা হলো। আর্জি খারিজের দরখাস্ত এবং আপত্তি এবং এতদসংক্রান্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনায় এনে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীর অভিযোগের 'কারণ/হেতু' এখনও বিদ্যমান। সুতরাং আর্জি খারিজের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হলো।

পক্ষগণকে মূল মামলা শুনানীর জন্য প্রস্তুত হতে বলা হলো।

ফরিয়াদী যুক্তি উপস্থাপন কালে আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং প্রতিউত্তর পড়ে শুনান এবং নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষগণ দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় ১৮/১০/২০১৪ইং তারিখের সংখ্যায় '২০ দলীয় জোটে নামে থাকলেও কাজে নেই ইসলামী ঐক্যজোট' শিরোনামের প্রতিবেদনে আপত্তিকর, কাল্পনিক, অসত্য এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে ফরিয়াদী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন এবং ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি দায়িত্বশীল ও সৎ সাংবাদিকতার পরিপন্থি এবং প্রেস কাউন্সিল আইন এর আচরণবিধির সুস্পষ্ট লংঘন করেছে। তিনি বলেন যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে ওবায়দুল হকের ব্যাংক একাউন্টে বড় অংকের লেনদেন, হাসানাত আমিনি ও মুফতি ফয়জুল্লাহর বিরুদ্ধে সরকারের সাথে মোটা অংক লেনদেনের কথা উল্লেখ করে ফরিয়াদীসহ নেতাদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। উল্লেখিত, প্রতিবেদনে কখন, কত টাকা লেনদেন করা হয়েছে তার কোন বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই বরং এই মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ফরিয়াদীসহ সকলের মর্যাদাহানি করা হয়েছে, যা সংবাদ এবং সাংবাদিকতার রীতিনীতির পরিপন্থি।

চলমান পাতা ০৫

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদক প্রতিবেদনটি প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদী বা অন্য কোন নেতার মতামত গ্রহণ করেনি।

প্রতিপক্ষগণ জবাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সত্য কিন্তু কাউন্সিলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও ফরিয়াদীর অভিযোগের কারণ প্রশমিত হয়নি, কারণ প্রতিপক্ষ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের নিকট মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রতিবাদপত্রটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে প্রতিপক্ষগণ আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছে, তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। পরিশেষে, ফরিয়াদী আইনানুগ বিচার প্রার্থনা করেন।

জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার প্রতিপক্ষগণের পক্ষে বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করেন। তিনি ফরিয়াদীর যুক্তি-তর্ক অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপি প্রতিপক্ষগণ ১৯/১০/২০১৪ইং তারিখে দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় যথারীতি ছাপানো হয়েছে, তবে রীতি অনুসারে প্রতিবেদকের বক্তব্যও ছাপানো হয়েছে, এতে সাংবাদিকতার নীতি লংঘিত হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, ফরিয়াদী যুক্তি-তর্ক উত্থাপন কালে যে বক্তব্য পেশ করেছে তা কিন্তু প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করেনি। সুতরাং বর্তমান যুক্তিতর্ক গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষগণের জবাবের ০৩ (চ) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রতিপক্ষগণ সুস্পষ্ট ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তাই ফরিয়াদীর অভিযোগের কারণ নিশ্চিতভাবে প্রশমিত হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে নিবেদন করে যে প্রতিপক্ষগণ সাংবাদিকতার রীতিনীতি এবং প্রেস কাউন্সিল এর আচরণবিধি মেনেই প্রতিবেদনটি ছাপানো হয়েছে। ফরিয়াদী বা অন্যান্য রাজনীতিকবৃন্দের প্রতি তাদের কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই, বরং সংবাদ পরিবেশনের স্বার্থেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রকাশ করা হয়েছে। পরিশেষে, বিজ্ঞ এডভোকেট ফরিয়াদীর আর্জি নামঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফরিয়াদী বিগত ০২/১১/২০১৪ইং তারিখে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতিপক্ষগণ ৩১/১২/২০১৪ইং তারিখে জবাব দাখিল করেছেন। ফরিয়াদীপক্ষ ০১/০২/২০১৫ইং তারিখে প্রতিউত্তর দাখিল করেছেন। ১১/০২/২০১৬ইং তারিখে শুনানী সমাপ্ত হয়েছে এবং শুনানীঅন্তে ০৩/০৩/২০১৬ইং তারিখে রায় ঘোষণার দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

ফরিয়াদীপক্ষ স্বয়ং এবং প্রতিপক্ষগণ বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। কোন পক্ষই কোন স্বাক্ষী বা অন্য কোন প্রকার প্রমানাদী পেশ করেনি।

ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষগণের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পড়েছি এবং বিশ্লেষণ করেছি। প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত ভাবেই ১৮/১০/২০১৪ইং তারিখের সংখ্যায় '২০ দলীয় জোটে নামে থাকলেও মাঠে নেই ইসলামী ঐক্যজোট' একটি প্রতিবেদন মানবকণ্ঠ পত্রিকার শেষের পৃষ্ঠার বড় শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনটিও বিশ্লেষণ করা হলো। ফরিয়াদী এই প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন এবং প্রতিপক্ষগণ ১৯/১০/২০১৪ইং তারিখের সংখ্যায় ১১ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে ছেপেছেন, যা নিম্নে হুবুহু ছেপে দেয়া হলো,

> *"প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে -নিজস্ব প্রতিবেদক- মানবকণ্ঠে গতকাল শনিবার ২০ দলীয় জোটে নামে থাকলেও মাঠে নেই ইসলামী ঐক্যজোট শিরোনামে প্রকাশিত খবরটিকে অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক বলে দাবি করেছেন ইসলামী ঐক্যজোট। দলটির সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহলুল্লাহ ওয়াসেল গতকাল শনিবার পাঠানো এক প্রতিবাদলিপিতে সংবাদটি মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক দাবি করেন। তিনি দাবি করেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ২০ দলীয় জোটে ফাটল ধরানো এবং পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস সৃষ্টির সরকারি মিশন বাস্তবায়নে এক শ্রেণীর মিডিয়া উঠেপড়ে লেগেছে।*
>
> *প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোটের মাঠপর্যায়ের একাধিক নেতাকর্মী ও ২০ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের শীর্ষ নেতাদের দেয়া তথ্যকে যাচাই-বাছাইয়ের পর সত্যতা পেয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।"*

চলমান পাতা ০৬

ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষগণের জবাব, ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পর্যালোচনা করে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষগণের নিকট প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের বক্তব্যের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য ফরিয়াদী বা অন্য কোন দলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি যেখানে তিনি মোটা অংকের টাকা লেনদেনের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিবেদন পত্রিকাতে প্রকাশ করা সংবাদপত্রের কাজ কিন্তু টাকা পয়সা লেনদেনের প্রসঙ্গ যখন নিয়ে আসা হয় তখন কোন লেনদেন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বা যাচাই বাছাই না করে এইরূপ প্রতিবেদন পরিবেশন করা সাংবাদিকতার কোন রীতিনীতির মধ্যে পড়েনা। প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাবে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আবু বকর চৌধুরী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ প্রতিবেদনটির সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা সম্পাদকের দায়িত্ব। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা গেল তার কোন বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই হলুদ সাংবাদিকতা।

আরও দেখা যায় যে, আচরণ বিধি অনুসারে যথাস্থানে প্রতিবাদটি না ছেপে নিজস্ব প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ একই জায়গায় ছাপানো কোন নীতিতেই পড়ে না। এখানেও আচরণ বিধি লংঘন করা হয়েছে।

লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিপক্ষগণ তাঁদের জবাবে সংবাদ প্রতিবেদনের গঠন, উপস্থাপনা, পরিবেশনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অসাবধানতাবশতঃ কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের কারণে ফরিয়াদী, তাহার সংগঠন, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বা অন্য কাহারো মনঃপীড়ার কারণ হলে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির নিকট যা জনগণের জানার কোন সুযোগ নেই। তবে, প্রতিপক্ষগণ যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এটা কিন্তু সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

নথীতে রক্ষিত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং তা বিবেচনায় এনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ফরিয়াদীপক্ষ তার বক্তব্য প্রমাণে সমর্থ হয়েছে। তাই আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো।

কাউন্সিল উভয় পক্ষের বিস্তারিত বিবরণ, ফরিয়াদী ও প্রতিপক্ষগণের আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, দৈনিক মানবকণ্ঠ বিতর্কিত প্রকাশনা দ্বারা ফরিয়াদীর মান-সম্মান ক্ষুন্ন করেছে। তাই, দৈনিক মানবকণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং অন্যান্যগণকে ভর্ৎসনা করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

এই রায়ের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'দৈনিক মানবকণ্ঠ' পত্রিকায় এই রায় হুবুহু প্রকাশ করে, একটি কপি এ কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য এ বিচারিক আদালত নির্দেশ দিচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য